রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৫ সনের ৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৯—১৪৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১১—২৫১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৫—২৫৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ৩০-০৯-২০১৪ ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	২৯—৩২

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৪ পৌষ ১৪২১/২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৪-৪০৯—যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান (৪৯৯১) গত ৯-২-২০১২ তারিখ হতে ৯-৯-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ময়মনসিংহ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার ৯৩ নং চর নিলক্ষীয়া মৌজার এস.এ. ৫২৪ নং দাগ হতে সৃষ্ট আর. এস. ১২৪৬ দাগের ২৮ শতাংশ জমি মাঠ পর্যায়ে সরকারের নামে ১নং খতিয়ানে রেকর্ড হয় এবং চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যন্ত রেকর্ডটি সরকারের নামে বহাল থাকে। কিন্তু চূড়ান্ত প্রকাশনার পরে তিনি জনৈক মোঃ জয়নাল আবেদীনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকভাবে যাচাই না করে বিধি বহির্ভূতভাবে এস.এস ম্যানুয়েলের ৫৩৪ বিধিতে ১৫৩/১১ নং মিস পিটিশনের মাধ্যমে আর. এস. ৯৯৬ নং খতিয়ানে উক্ত আর. এস. ১২৪৬ দাগের ২৮ শতাংশ জমি রেকর্ড করে দেন এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে উক্ত রেকর্ড বাতিল করে আর.এস. ৯৯৬ নং খতিয়ানের সম্পত্তি পূর্বের ন্যায় ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড বহাল করে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সম্মান ক্ষুণ্ন করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান (৪৯৯১) গত ২৭-১০-২০১৪ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করায় গত ১৯-১১-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৩০-১১-২০১৪ তারিখে পিআরএল-এ যাবেন উল্লেখ করে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করে ব্যক্তিগত শুনানিতে বলেন, তিনি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ময়মনসিংহ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ২০-২-২০১১ তারিখে জনৈক জয়নাল আবেদীনের করণিক ভুল সংশোধন সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চরনিলক্ষীয়া মৌজার বিআরএস জরিপে খাস জমি হিসাবে ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ডকৃত ১২৪৬ নং দাগের ২৮ শতক জমি এস.এস ম্যানুয়ালের ৫৩৪ বিধিতে ১৫৩/১১ নং মিস পিটিশনের মাধ্যমে আর.এস. ৯৯৬ নং খতিয়ানে রেকর্ড করে দেন এবং পরবর্তীতে জয়নাল আবেদীন কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ভূয়া প্রমাণিত হলে তিনি সাথে সাথেই উক্ত রেকর্ড বাতিল করে পুনরায় সরকারের নামে ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড বহাল করেন; এবং

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলীয় জবাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা এবং ঘটনার বিশ্লেষণে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান (৪৯৯১) কর্তৃক জনৈক জয়নাল আবেদীনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চরনিলক্ষীয়া মৌজার বিআরএস জরিপে খাস জমি হিসাবে ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ডকৃত ১২৪৬ নং দাগের ২৮ শতক জমি এস, এস ম্যানুয়েলের ৫৩৪ বিধিতে ১৫৩/১১ নং মিস পিটিশনের মাধ্যমে আর.এস. ৯৯৬ নং খতিয়ানে রেকর্ড করে দেয়ার পর দাখিলকৃত কাগজপত্র ভূয়া প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই উক্ত রেকর্ড বাতিল করে পুনরায় সরকারের নামে ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড পুনর্বহালের ফলে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়নি দেখা যায়। তাছাড়া, তিনি ৩০-১১-২০১৪ তারিখে পিআরএল-এ গমন করায় চাকুরি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছায় এবং কৃতকর্মের জন্য নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ বিভাগীয় মামলায় "অসদাচরণ" (Misconduct) এর আনীত অভিযোগের দায় হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান (৪৯৯১), প্রাক্তন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ময়মনসিংহ, বর্তমানে পিআরএল ভোগরত, যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(এ) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০২.২০১৪-৪১০—যেহেতু, জনাব মোঃ বদরুল আলম ভূঁইয়া (৭৫৯৮), প্রাক্তন উপ প্রকল্প পরিচালক, "সুন্দরবনকে সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ভোটদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের একটি ইউনিটের ইউনিট প্রধান হিসেবে গত ২৬-১০-২০১০ তারিখ হতে ১১-১১-২০১১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে উক্ত প্রকল্পের প্রচারের জন্য প্রকল্প দলিলে বর্ণিত শর্তাবলীর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বহুল প্রচারিত নয় এমন কিছু জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, জাতীয় দৈনিক হিসেবে বিবেচিত নয় এ ধরণের বুলেটিন, স্মরণিকা, সাময়িকী ও সাপ্তাহিকীতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান না করে কোটেশন স্প্লিটের সুযোগ রেখে কোটেশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পি.পি.আর-২০০৮ অনুসরণ না করে আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি কাজ করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ৩-৬-২০১৪ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযোগের যথার্থতা নিরূপনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বেগম শামিমা ইয়াছমিন (৫২১০), যুগ্মসচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বেগম শামিমা ইয়াছমিন (৫২১০) গত ২৪-১১-২০১৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ বদরুল আলম ভূঁইয়া (৭৫৯৮)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি মর্মে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ বদরুল আলম ভূঁইয়া (৭৫৯৮), প্রাক্তন উপ প্রকল্প পরিচালক, "সুন্দরবনকে সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ভোটদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ" শীর্ষক প্রকল্প, বর্তমানে উপ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২১/৩০ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৯.২০১২-৪১৭—যেহেতু, জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০), অর্থ বিভাগের অধীন এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রকল্পের প্রাক্তন কাউন্টারপার্ট অফিসার (উপসচিব) যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত তাঁর অসুস্থ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য ৬০ (ষাট) দিনের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) গ্রহণ করে গত ৯-৯-২০০৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র গমন করে সেখান থেকে ৬-১১-২০০৮ তারিখে আরো ৬০ (ষাট) দিনের বর্ধিত বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির আবেদন করলে তাঁকে অতিসত্তর দেশে ফিরে কাজে যোগদান করে অতিরিক্ত ভোগকৃত অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুরের জন্য পুনঃ আবেদন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ৮-১১-২০০৮ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে একাধিক্রমে ৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে সজ্ঞানে চাকুরি না করার (Discontinue of service) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয় অবহিত করায় এবং ব্যক্তিগত শুনানির

প্রার্থনা না করায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব বিশ্বনাথ বণিক, প্রাক্তন যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বর্তমানে যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবায়, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২১-৭-২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্তে জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১-৮-২০১৪ তারিখে জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০) কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের পর ২ (দুই) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব প্রদান না করায় ইতঃপূর্বে তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা বহাল রাখা হয় এবং তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে; এবং

যেহেতু, জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০), উপসচিব গত ৮-১১-২০০৮ তারিখ থেকে অদ্যাবধি ৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় "ডিজারশন" (Desertion) এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামতের আলোকে তাঁকে গত ৮-১১-২০০৮ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব সুপ্রকাশ সান্যাল (৪৮৭০), অর্থ বিভাগের অধীন এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রকল্পের প্রাক্তন কাউন্টারপার্ট অফিসার (উপসচিব)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাঁকে গত ৮-১১-২০০৮ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal From Service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৯ পৌষ ১৪২১/২৩ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৫.১৪-৪৬৫—যেহেতু, জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান (পরিচিতি নং ১৬২৪০), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়, বর্তমানে পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর কার্যালয়ে ন্যস্ত এর বিরুদ্ধে পঞ্চগড় জেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নের নালাগঞ্জ মৌজার ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ নং দাগে মোট ২০ বিঘা জমিসহ ১০ একর জমি প্রকৃত মালিক না হওয়া সত্ত্বেও জনৈক লোকমান হোসেন গং এ নামে ভুয়া বিক্রয় দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে তার নিকট থেকে উক্ত জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জনৈক লোকমান হোসেন গং এর নামে উক্ত জমির দাখিলা প্রদানের বিষয়টি অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে যথাযথ প্রতিবিধান না করা, জমির প্রকৃত মালিককে প্রতারণা ও ভোগান্তির শিকার করা, যাচাই-বাছাই না করে বিধি বহির্ভূতভাবে জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা ইত্যাদি অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৮-৯-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৫.১৪-৩২৫ নং স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ৮-১০-২০১৪ তারিখ তাঁর লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত ভুয়া বিক্রয় দলিল সম্পাদনে সহায়তা করা, ঘুষ নেয়া, যাচাই-বাছাই না করে বিধি বহির্ভূতভাবে জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় ইত্যাদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান (পরিচিতি নং ১৬২৪০)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(২)(এ) মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ পৌষ ১৪২১/২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৪-৪৬৯—যেহেতু, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন (পরিচিতি নং ৫৫১৪), বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পিরোজপুর, প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে দিনাজপুর সদর উপজেলার ঘুঘুডাঙ্গা মৌজার ১নং খাস খতিয়ানের ১৪৮১ নং দাগের ৭.৭০ একর জমির বিষয়ে দিনাজপুর সদর ভূমি অফিসের রেকর্ড বহি সংশোধনের প্রস্তাব অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে অনুমোদন করার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ মন্ত্রণালয়ের গত ৩১-৮-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৪-৩০০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৫-৯-২০১৪ তারিখ তার লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-১০-২০১৪ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে উভয়পক্ষের জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বেগম শামিমা ইয়াছমিন (পরিচিতি নং ৫২১০), যুগ্মসচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে আলোচ্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১০-১২-২০১৪ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বিধি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ মকবুল হোসেন (পরিচিতি নং ৫৫১৪)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৭ পৌষ ১৪২১/৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.১৪-৪৮০—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান (পরিচিতি নং ১৫৮৯০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর ও প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে দিনাজপুর সদর ভূমি অফিসের রেকর্ড বহি সংশোধন এবং ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক আদেশ দেয়া সত্ত্বেও সরকারি জমি খাস খতিয়ানভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু না করে দিনাজপুর সদর উপজেলার ঘুঘুডাঙ্গা মৌজার ১নং খাস খতিয়ানের ১৪৮১ নং দাগের ৭.৭০ একর জমি বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যক্তি মালিকানায় নামজারির আদেশ প্রদান এবং দিনাজপুর সদর উপজেলাধীন মাঝিপাড়া মৌজার আর.এস. ১৭৭ নং খতিয়ানের ৩০৪ নং দাগের ০.৬৪ একর জমি সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক আদেশ দেয়া সত্ত্বেও আউলিয়াপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের সাথে পরস্পর যোগসাজশে নিজ নিজ স্বার্থে ০.৬৪ একর জমি সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু না করে IX-1/২৯৭৪/১১-১২ নং নামজারি কেসে উক্ত খাস জমি ব্যক্তি নামে নামজারি অনুমোদন করার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ মন্ত্রণালয়ের গত ৩১-৮-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.১৪-২৯৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৮-৯-২০১৪ তারিখ তার লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-১০-২০১৪ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে উভয়পক্ষের জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বেগম শামিমা ইয়াছমিন (পরিচিতি নং ৫২১০), যুগ্মসচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে আলোচ্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৪-১২-২০১৪ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বিধি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ আব্দুর রহমান (পরিচিতি নং ১৫৮৯০)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২১/৩০ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৪-৪৯৬—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সোহেল হাসান (পরিচিতি নং ১৫০৭২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চিতলমারী, বাগেরহাট বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোর গত ৮-৪-২০০৯ তারিখ হতে ৭-৫-২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার ০৪(খ) ও ০৫(ক) অনুচ্ছেদের ব্যত্যয় ঘটিয়ে জেলা ও উপজেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে ৬৫টি কেস নথি সৃজনকরতঃ একসনা বন্দোবস্ত প্রদান করে ডিসিআর এর মাধ্যমে সেলামি গ্রহণ করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতি" (Corruption) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ২২-৭-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনান্তে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব নীতিশ চন্দ্র সকার, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২৪-১১-২০১৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদনে জনাব মুহাম্মদ সোহেল হাসান (১৫০৭২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চিতলমারী, বাগেরহাট বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি মর্মে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে, "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতি" (Corruption) এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ সোহেল হাসান (১৫০৭২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চিতলমারী, বাগেরহাট বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাযক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতি" (Corruption) এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

বিধি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০৩৭.১৩-৪৬৪—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৫-৫-২০১৩ তারিখের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি গঠন সংক্রান্ত ১৪৩ নং স্মারকে উল্লিখিত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর ক্ষেত্রে রাজস্বখাতভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি ২ ও ৩ নং ক্রমিকে উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব এর সাথে সহকারী সচিব-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/৭ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.২০১.০২৫.০০.০০.০০২.২০১০-৩২৬—জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা এর অনুচ্ছেদ-২·৪(i) অনুযায়ী বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) অনুষ্ঠেয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪(চার) মাসের স্থলে ৬(ছয়) মাসে উন্নীত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শাহে এলিদ মাইনুল আমিন
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-১/হোমিও-৫/৯৭(অংশ)-৩৫—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড, ঢাকার চেয়ারম্যান পদে ডাঃ দিলীপ কুমার রায়-কে 'দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩'-এর ৪(১)(এ) উপধারা মোতাবেক আগামী ২৩-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য পুনরায় নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-৬১/২০১১-১৪৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত মোঃ জুব্বার মুন্সী, গ্রাম-দশকিয়া, ডাকঘর-পটল, উপজেলা-কালিহাতী, জেলা-টাংগাইল) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাংগাইল জেলাধীন কালিহাতী উপজেলার দশকিয়া ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ জহিরুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৭৪/২০০২-৫৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ এখলাছ উদ্দিন খাঁন, পিতা-মৃত আব্দুর রহিম খান, মাতা-মোছাঃ আছিয়া খাতুন, গ্রাম-হাতীবান্ধা, ডাকঘর-বওলা, উপজেলা-ফুলপুর, জেলা-ময়মনসিংহ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার ১২নং বওলা ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।